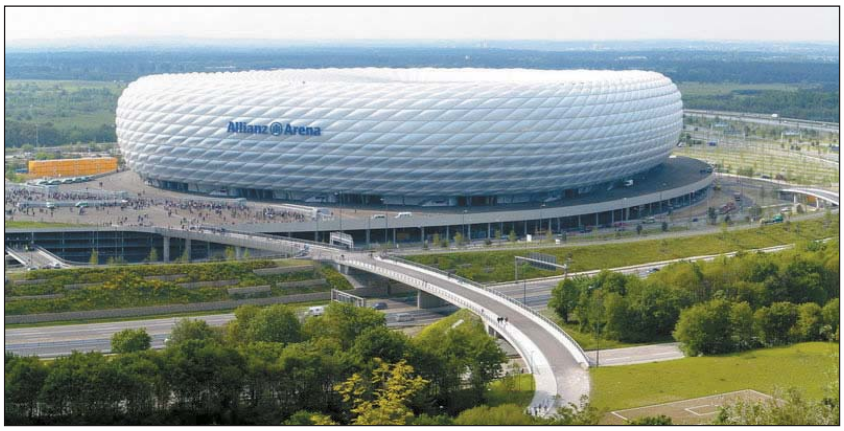

বিশ্বকাপ ফুটবল এবং জার্মান ফুটবল ইতিহাস

তাসলিমা খানম, *জার্মানি থেকে*

২০০৬ সাল হচ্ছে ফুটবল বর্ষ। ১৯৭৪ সালের পর দ্বিতীয়বারের মতো স্বাগতিক দেশ হিসেবে জার্মানি আয়োজক হচ্ছে বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার। বর্তমানে জার্মানির সর্বত্র এটিই আলোচনার বিষয়। বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি হবে ৯ জুন মিউনিখ শহরে। আর ফাইনাল খেলাটি অনুষ্ঠিত হবে ৯ জুলাই জার্মানির সবচেয়ে বড় বার্লিনের অলিম্পিক স্টেডিয়ামে। উদ্বোধনী খেলাটিতে (৯ জুন) জার্মানি খেলবে কোস্টারিকার বিরুদ্ধে।

জার্মানির ফুটবল ইতিহাস

ঐতিহ্যবাহী জার্মান ফুটবল এসোসিয়েশন অর্থাৎ Deutscher Fussball Bund সংক্ষেপে 'ডিএফবি' প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯০০ সালের ২৮ জানুয়ারি জার্মানির লাইপজিগ শহরে। ডিএফবির প্রথম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন ডক্টর ফার্ডিনান্ড হ্যুপে।

১৯০৩ সালে লাইপজিগ দল প্রথম জার্মান ফুটবল চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। ১৯০৪ সালে ডিএফবি Federation International De-Football Association-এ (FIFA) যোগদান করে। ডিএফবি'র পঁচিশতম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত হয় ১৯২৫ সালে প্রতিষ্ঠাস্থল লাইপজিগ শহরে।

জার্মানি ১৯৩৪ সালে প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে তৃতীয় স্থান অধিকার করে। ১৯৩৬ সালে জার্মানি তার প্রার্থী পদ দাখিল করে ১৯৩৮ সালের বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের জন্য। পরবর্তীতে তারা প্রার্থিতা প্রত্যাহার করে নেয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে বিশ্বকাপ ফুটবল অনুষ্ঠান বাতিল করা হয়।

যুদ্ধের পর ১৯৪৯ সালে জার্মান ফুটবল এসোসিয়েশন ডিএফবিকে নতুন করে ঢেলে সাজানো হয়। ১৯৫১ সালে ডিএফবির অফিস জার্মানির বাডেন ভুরটেমবের্গ প্রদেশের রাজধানী স্টুটগার্ট থেকে জার্মানির হেসেন প্রদেশের বড় শহর ফ্রাঙ্কফুর্ট মাইনে স্থানান্তর করা হয়। সেখানে অফিসটি এখনো অবস্থিত।

১৯৫৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় Union of European Football Association সংক্ষেপে UEFA. ডিএফবি ছিল এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। ১৯৬২ সালে ডিএফবি জার্মান ফুটবল লীগ বুন্ডেস লীগা চালু করার সিদ্ধান্ত নেয়। এফসি কোলন ১৯৬৪ সালে প্রথম জার্মান ফুটবল লীগ শিরোপা অর্জন করে। ১৯৭৪ সালে ডিএফবি ফিফা জার্মানিতে বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করে এবং জার্মানি ফাইনালে হল্যান্ডকে ২-১ গোলে হারিয়ে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হবার গৌরব অর্জন করে।

১৯৭৫ সালে ডিএফবির পঁচাত্তরতম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত হয়। ১৯৯৮ সালে ফ্রাঞ্জ বেকেনবাওয়ার ডিএফবির ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

ডিএফবি টিম অর্থাৎ জার্মান জাতীয় ফুটবল দল তিনবার বিশ্বকাপ এবং তিনবার ইউরোপীয় ফুটবল চ্যাম্পিয়ন হয়। দ্বিতীয়বার বিশ্বকাপ বিজয়ী এই দলের ক্যাপ্টেন ছিলেন ফ্রাঞ্জ বেকেনবাওয়ার। এর আগে জার্মানি প্রথম বিশ্বকাপ জয় করেছিল সুইজারল্যান্ডের বেয়ার্নে, ১৯৫৪ সালে। সে সময়ের দুর্ধর্ষ টিম টপ ফেভারিট হাঙ্গেরিকে ফাইনালে ৩-২ গোলে হারিয়ে বিস্ময় সৃষ্টি করেছিল জার্মানি। এখনো সেই অসম্ভব ঘটনাকে বেয়ার্নের বিস্ময় হিসেবে অভিহিত করা হয়ে থাকে। ১৯৯০ সালে জার্মানি আবার বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ শিরোপা অর্জন করে। এবার ইটালির ফাইনালে জার্মানি হারালো সুপারস্টার ম্যারাডোনার দেশ আর্জেন্টিনাকে ১-০ গোলে পেনাল্টিতে। তৃতীয়বারের মতো এই জার্মান দলের ট্রেইনার ছিলেন ফ্রাঞ্জ বেকেনবাওয়ার। ফলে তিনি বিশ্বকাপ শিরোপা লাভ করেন একাধারে ক্যাপ্টেন ও ট্রেইনার হিসেবে। এ এক অনন্য গৌরব। তিনবার বিশ্বকাপ অর্জন ছাড়াও জার্মানি বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতায় বেশ কয়েকবার কোয়ার্টার ফাইনাল, সেমি-ফাইনাল এবং ফাইনালে খেলে- যা রেকর্ড। এ রকম রেকর্ড পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ব্রাজিলেরও নেই। ২০০২ সালে জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ায় অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতায়ও জার্মানি অপ্রত্যাশিতভাবে ফাইনালে পৌঁছে এবং শিরোপাধারী ব্রাজিলের কাছে পরাজয় বরণ করে রার্নাসআপ হয়।

২০০০ সালে জার্মান ফুটবল এসোসিয়েশন তার একশতম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন করে ঘটা করে বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে। সেই সময় পর্যন্ত আনুমানিক ২৭ হাজার ক্লাব ডিএফবির তালিকাভুক্ত ছিল এবং এর মোট সদস্য সংখ্যা ছিল প্রায় ৬৩

জার্মানিতে বিশ্বকাপ ফুটবল ২০০৬ প্রতিযোগিতার জন্য নির্বাচিত ১২ স্টেডিয়াম

শহর	স্টেডিয়াম	ধারণক্ষমতা
বার্লিন	অলিম্পিক স্টেডিয়াম	৭৪,৫০০
কোলন	ফিফা ডব্লিউসি স্টেডিয়াম	৪৫,০০০
ডর্টমুন্ড	ওয়েস্ট ফ্যালেন স্টেডিয়াম	৬৭,০০০
ফ্র্যাঙ্কফুর্ট	ওয়াল্ড স্টেডিয়াম	৪৮,০০০
গেলসেনক্রিচেন	এরেনা অ্যাফসচ্যালেক স্টেডিয়াম	৫১,০০০
হ্যানোভার	ফিফা ডব্লিউসি স্টেডিয়াম	৪৫,০০০
হামবুর্গ	ফিফা ডব্লিউসি স্টেডিয়াম	৫০,০০০
কাইজার	স্লটার্ন ফ্রিটজ ওয়াল্টার স্টেডিয়াম	৪৮,৫০০
লিপজিগ	জেন্ট্রারেল স্টেডিয়াম	৪৪,০০০
মিউনিখ	ফিফা ডব্লিউসি স্টেডিয়াম	৬৬,০০০
নুরেনবার্গ	ফ্রাঙ্কেন স্টেডিয়াম	৪৫,০০০
স্টুটগার্ড	গোথেলিব ডাইমলার স্টেডিয়াম	৫৪,৫০০

লাখ। ইতিমধ্যে এই সংখ্যা আরো অনেক বেড়েছে। ফলে ডিএফবি বিশ্বের সবচেয়ে বড় ক্রীড়া সংস্থা। ডিএফবির প্রত্যক্ষ সদস্য নয় এমন ফুটবল অনুরাগীর সংখ্যাও জার্মানিতে প্রচুর।

এবারের বিশ্বকাপ আয়োজনের নেপথ্যে

চলতি বছর জার্মানিতে দ্বিতীয়বারের মতো বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হওয়ার নেপথ্যে বিরাট ভূমিকা পালন করেন কিংবদন্তি ফুটবল সম্রাট ফ্রাঞ্জ বেকেনবাওয়ার। আন্তর্জাতিক ফুটবল ফেডারেশন ফিফার প্রেসিডেন্ট সুইজারল্যান্ডের সেপ ব্ল্যাটার বলেছিলেন, ২০০৬ সালের বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে আফ্রিকার কোনো দেশে। এমনকি তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার নাম পর্যন্ত উল্লেখ করেন। কিন্তু জার্মানির সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ফুটবলার ফ্রাঞ্জ বেকেনবাওয়ার প্রতিযোগিতাটি জার্মানিতে অনুষ্ঠানের জন্য ব্যাপক কূটনৈতিক তৎপরতা শুরু করেন এবং তার লবিংয়ের ফলেই বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতাটি দ্বিতীয়বারের মতো জার্মানিতে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে।

এর পর থেকে জার্মানিতে বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের জন্য গঠিত হয় একটি সাংগঠনিক কমিটি। বলাই বাহুল্য, এই কমিটির চেয়ারম্যান নির্বাচিত হলেন ফুটবল সম্রাট ফ্রাঞ্জ বেকেনবাওয়ার। তার নেতৃত্বে কমিটি শুরু করে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের সমস্ত প্রস্তুতি। এই প্রস্তুতি এখনো চলছে পুরোদমে।

আমেরিকাবাসী নতুন ট্রেইনার

২০০৪ সালে পর্তুগালে গ্রুপের খেলায় পরাজিত হয়ে প্রতিযোগিতা থেকে বিদায় নেয়ার পর স্ট্রাইকার ইয়ুর্গেন ক্লিন্সমানকে জার্মানির ট্রেইনার করা হয়। তারপর থেকে তিনি নানা পরীক্ষা- নিরীক্ষার পর একটি তরুণ দল গড়ে

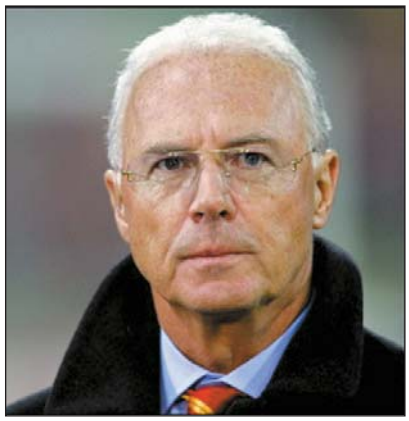

বিশ্বকাপ প্রতিযোগিতার সাংগঠনিক চেয়ারম্যান বেকেনবাওয়ার

তোলেন। স্বভাবতই এদের অভিজ্ঞতা কম। এই অনভিজ্ঞ ও তরুণ দল বিশ্বকাপে নিজেদের দেশের মাটিতে কেমন করবে সেটাই এখন সবার প্রশ্ন।

গ্রুপ খেলার 'ড্র' অনুষ্ঠান : এই প্রশ্নের প্রথম উত্তর জার্মানির পক্ষে গেছে গত ৯ ডিসেম্বর ২০০৫ সালে লাইপজিগ শহরে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপের গ্রুপ খেলার 'ড্র' অনুষ্ঠানে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জার্মান প্রেসিডেন্ট, আন্তর্জাতিক ফুটবল ফেডারেশন ফিফার প্রেসিডেন্ট সেপ ব্ল্যাটার, বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার সাংগঠনিক কমিটির চেয়ারম্যান ফ্রাঞ্জ বেকেনবাওয়ার, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ফুটবল তারকা পেলে, পপ তারকা ইয়ুনানেস এবং অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি। এছাড়া সারা বিশ্বের ৩০ কোটিরও বেশি মানুষের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল ঐ 'ড্র'-এর অনুষ্ঠানের ওপর।

দেশ এবং গ্রুপ : মোট ৩২টি দেশ অংশগ্রহণ করছে এই বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতায়। 'ড্র' অনুযায়ী স্বাগতিক দেশ জার্মানি গ্রুপ 'এ'তে রয়েছে ফেভারিট হিসেবে। 'বি'তে আছে ইংল্যান্ড, 'এ' গ্রুপে ব্রাজিল ফেভারিট। 'ডি' তে ফেভারিট পর্তুগাল। 'ই'তে ইটালি ও চেক প্রজাতন্ত্র খেলবে শীর্ষস্থানের জন্য। 'জি' ফ্রান্স ফেভারিট। 'এইচ' গ্রুপে স্পেন ও ইউক্রেনের মধ্যে গ্রুপ চ্যাম্পিয়নের লড়াই হবে। আলাদাভাবে বললে গ্রুপ 'সি' নিয়ে সবার আগ্রহ থাকবে।

কেননা, সবচেয়ে শক্তিশালী হচ্ছে 'সি' গ্রুপ। আর্জেন্টিনা ও হল্যান্ড ফুটবলের দুই শীর্ষ দেশ। পড়েছে একই গ্রুপে। বিশ্বকাপে প্রথমবারের মতো খেলার যোগ্যতা অর্জনকারী দেশ হচ্ছে ঘানা। এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী দল হচ্ছে এশিয়া কাপ চ্যাম্পিয়ন জাপান। দেশটি কনফেডারেশন কাপে বেশ ভালো খেলেছে। ইরানও উল্লেখ করার মতো একটি দল। দেশটির বেশ কিছু খেলোয়াড় জার্মান ফুটবল লীগে খেলেন ।

বিভিন্ন কারণে লাইপজিগ শহর তার ঐতিহ্য বহন করে চলেছে। শহরটি শুধু ডিএফবির প্রতিষ্ঠাস্থলই নয়, এখানে অবস্থিত জার্মানির দ্বিতীয় প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয় এবং এটি একটি উল্লেখযোগ্য সাংস্কৃতিক শহরও। এখানেই লেখাপড়া করেন জার্মানের মহাকবি গ্যাটে এবং সুরকার বাখ রচনা করেন বহু সঙ্গীতের সুর।

তাছাড়া সাবেক পূর্ব জার্মানির জাতীয় দলের গোলরক্ষক রেনে ম্যুলার হলেন ২০০৬ সালের বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার রাষ্ট্রদূত। উল্লেখ্য, বেশ কিছু ক্রীড়া ব্যক্তিত্বকে নিয়োজিত করা হয়েছে বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজনে সাহায্য করার জন্য। ম্যুলার হলেন এমনি একজন। তিনি লাইপজিগেরই একজন আদি বাসিন্দা। জাতীয় ফুটবল দলে খেলেছেন ৪৬ বার।

১৯৮৭ সালের ২২ এপ্রিল লকোমোটিভ লাইপজিগের পক্ষে যেভাবে গোল রক্ষা করেছেন তিনি তা ভোলার নয়। ম্যুলার দুটি পেনাল্টি ঠেকান ফরাসি টিম বরদোর বিরুদ্ধে ইউরোপীয় কাপের সেমি-ফাইনালে এবং জয়সূচক গোলটিও করেন তিনি নিজেই। কনফেডারেশন কাপ, মিনি বিশ্বকাপের খেলাও অনুষ্ঠিত হয়েছে এই লাইপজিগ শহরে।

সার্বিয়া-মন্টেনে গ্রো, হল্যান্ড, ইরান, এঙ্গোলা, স্পেন, ইউক্রেন, ফ্রান্স এবং দক্ষিণ কোরিয়া বিশ্বকাপের গ্রুপের খেলাগুলোতে অংশগ্রহণ করবে লাইপজিগ স্টেডিয়ামে হল্যান্ডের কৃত্রিমভাবে তৈরি ঘাসে। নতুন লাইপজিগ স্টেডিয়ামের আসনগুলো সাজানো হয়েছে নীল ও সবুজ রঙে। শহরটির ঐতিহ্যবাহী দুই

ক্লাব লকোমোটিভ ও স্যাক্সনির রঙ হলো এই দুই রঙ।

এই ১২টি স্টেডিয়ামের চারটিতে যথেষ্ট নিরাপত্তার অভাব ধরা পড়েছে ইতিমধ্যে। এই স্টেডিয়ামগুলোতে যথেষ্ট অগ্নি প্রতিরোধক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। গ্রহণ করা হয়নি কোনো অপ্রীতিকর ঘটনায় দর্শকদের মাঝে আতঙ্ক সৃষ্টি হলে তার প্রতিরোধ ব্যবস্থা। উল্লেখ্য, বিশ্বকাপের স্টেডিয়ামগুলো সর্বাধুনিক নির্মাণশৈলীতে নির্মিত এবং ৪টি বাদে অন্য ৮টি স্টেডিয়াম নিরাপত্তা পরীক্ষায় সফল হয়েছে খুব ভালোভাবে। সমীক্ষার ফলাফলে বিশ্বকাপের ১২টি স্টেডিয়ামের মধ্যে মিউনিখ, হ্যানোভার, নুরেমবার্গ ও কোলনেক নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। এখানে গ্রুপম্যাচ খেলছে জার্মানি, ইটালি, ইংল্যান্ড ও চেক প্রজাতন্ত্র।

টিকেটের মূল্য

বিশ্বকাপ ফুটবল খেলার টিকেটের মূল্য বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে। সবচেয়ে কমদামি টিকেটের মূল্য হচ্ছে ৩৫ ইউরো এবং সবচেয়ে দামি টিকেটের মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ৬০০ ইউরো।

উদ্বোধনী ম্যাচ				
৩০০ ইউরো	১৮০ ইউরো	১১৫ ইউরো	৬৫ ইউরো	
গ্রুপ ম্যাচ				
১০০ ইউরো	৬০ ইউরো	৪৫ ইউরো	৩৫ ইউরো	
দ্বিতীয় রাউন্ড				
১২০ ইউরো	৭৫ ইউরো	৬০ ইউরো	৪৫ ইউরো	
কোয়ার্টার ফাইনাল				
১৮০ ইউরো	১১০ ইউরো	৮৫ ইউরো	৫৫ ইউরো	
সেমিফাইনাল				
৪০০ ইউরো	২৪০ ইউরো	১৫০ ইউরো	৯০ ইউরো	
তৃতীয় স্থান নির্ধারণী				
১২০ ইউরো	৭৫. ইউরো	৬০ ইউরো	৪৫ ইউরো	
ফাইনাল				
৬০০ ইউরো	৩৬০ ইউরো	২২০ ইউরো	১২০ ইউরো।	